দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 28 DEC 2015 ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 7 ...

দক্ষতার উন্নয়ন ও কারিগরি শিক্ষা

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং সৃজনশীলতার বিকাশে আমাদের দেশে ২০১৪ সাল হইতে অনুষ্ঠিত হইতেছে স্কিলস কম্পিটিশন বা দক্ষতা প্রতিযোগিতা। গত বৎসরের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এই বৎসর ১৭ অক্টোবর দ্বিতীয়বারের ন্যায় এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়। মূলত ইহাতে অংশগ্রহণ করেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা। গত বৎসর এই ধরনের ৯৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় দুই লক্ষ ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। এবারও নির্বাচিত ও সমসংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করিয়াছে। ইতোমধ্যে চূড়ান্ত বা জাতীয় পর্বের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে গত ২৬ ডিসেম্বর। ইহাতে আঞ্চলিক পর্ব হইতে নির্বাচিত ৫০টি প্রকল্প স্থান পায়। ইহার উদ্যোক্তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর। ইহা এই অধিদপ্তরের 'স্কিলস অ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট' (স্টেপ)-এর আওতাধীন। এই ধরনের উদ্যোগের ফলে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও জীবনভিত্তিক শিক্ষা গুরুত্ব লাভ করিতেছে। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে যাহার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্য আয়ের এবং ২০৪১ সাল নাগাদ একটি উন্নত দেশে পরিণত করিবার বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করিয়াছে বর্তমান সরকার। এই প্রেক্ষাপটে ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কর্মমুখী ও কর্মোপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। এখানেই কারিগরি শিক্ষার তাৎপর্য অপরিসীম। এই শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিবার কথা আমরা বহুদিন ধরিয়া বলিয়া আসিতেছি। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীর সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি করা আবশ্যক, তেমনি এই শিক্ষাকেও যুগোপযোগী করা চাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মবাজারের চাহিদার নিরিখে। সেইক্ষেত্রে স্কিলস কম্পিটিশনের ন্যায় ভাল উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের আরও উৎসাহিত করিবে। তাহারা উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প প্রদর্শন করিয়া শিল্পোদ্যোক্তাদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। এইভাবে কর্মসংস্থানের পথ সম্প্রসারিত হইতেছে। এই প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যই হইতেছে, শিল্প-সংযোগ প্রতিষ্ঠা, কলকারখানাসমূহকে শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা, বাজার চাহিদা নিরূপণ করা ও শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশের পথ প্রশস্ত করা। সেই দিক দিয়া ইহা একটি ফলপ্রসূ প্রতিযোগিতা নিঃসন্দেহে।

উল্লেখ্য, অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলি কারিগরি শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়া থাকে। কেননা বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে হইলে দরকার মানব সম্পদের উন্নয়ন যাহা কারিগরি শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল বহুলাংশে। কিন্তু আমাদের দেশে কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থায় দুরবস্থা বিদ্যমান। এই শিক্ষা এখনও অবহেলিত ও উপেক্ষিত। প্রশ্নবিদ্ধ এই শিক্ষার মান। অবশ্য সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী আমাদের একটি আশার বাণী শুনাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ২০২১ সালের মধ্যে ২০ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থী যুক্ত হইবে কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থায়। এইজন্য এখন হইতেই সাধারণ মানুষকে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে। এই শিক্ষার সিলেবাস জাতীয়-আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী নিত্যপরিবর্তনশীল হইতে হইবে। জোর দিতে হইবে, শিক্ষকদের গুণগতমানের ওপর। যাহা হউক, আমরা মনে করি, স্কিলস কম্পিটিশন দেশে কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থায় জাগরণ সৃষ্টিতে অনন্য ভূমিকা পালন করিবে। এইজন্য বিজয়ীদের মূল্যায়ন হইতে হইবে যথার্থ। আর উন্নয়ন সহযোগী যে সব সংস্থা এই প্রতিযোগিতার সহিত জড়িত, আমরা তাহাদের সাধুবাদ না জানাইয়া পারি না। আমরা আশা করি, এই ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা তাহারা অব্যাহত রাখিবেন।